ইত্তেফাক

তারিখ ... 11/5/85 ...
পৃষ্ঠা ... 3 কলাম 2 ...

002

'দূর শিক্ষণ' পদ্ধতিতে বি-এড কোর্স

চলতি বছর ৩ হাজার শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

॥ মোজাহার হোসেন ॥

রাজশাহী, ৩০শে এপ্রিল—দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলিতে প্রতি বছর যে হাজার হাজার স্কুল শিক্ষক ভর্তি হইতে না পারিয়া হতাশায় ভোগেন তাঁহারা 'দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে' নিজের স্কুলে চাকুরীরত অবস্থায় ট্রেনিং নিতে পারিবেন।

চলতি বছর তিন হাজার স্কুল শিক্ষককে 'দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে' বি এড কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইবে। বর্তমানে দেশের ১০টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে উল্লেখিত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

বাংলাদেশ দূরশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের পরিচালক ডঃ কে, এম, সিরাজুল ইসলাম সম্প্রতি রাজশাহী সফরে প্রাসিলে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এই সংবাদদাতার নিকট উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন।

সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে, দূরশিক্ষণে এক বছরের পরিবর্তে দুই বছরে কোর্স শেষ করা হইবে। ট্রেনিং শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বি, এড, ডিগ্রী অর্জনের সার্টিফিকেট প্রদান করিবে।

দূরশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক কি হইবে, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সারাদেশের ছাত্রদের ডিগ্রী প্রদান এবং একাডেমিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করিবে। প্রশাসনিক ও ট্রেনিং কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে দূরশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের পরিচালনাধীন থাকিবে।

এই ইন্সটিটিউট দেশের সকল অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা উন্মুক্ত রাখিবে। এই জন্য আপাততঃ শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলি ভর্তিচ্ছুদের যোগাযোগ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

পাঁচ বছর হাইস্কুলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রহিয়াছে—এমন শিক্ষক ভর্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। আগামী ২৫শে মে পর্যন্ত দরখাস্ত গ্রহণ ও জুন মাসের মধ্যে ভর্তি শেষ হইবে। ১ম।

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দঃ)

তারিখ ... 11/5/85 ...
পৃষ্ঠা ... 3 কলাম 2 ...

ইত্তেফাক

শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

(৩য় পৃঃ পর)

জুলাই কোর্স শুরু হইবে। সাধারণভাবে "আগে দরখাস্ত আসিলে আগে ভর্তি"-নিয়ম অনুসরণ করা হইবে।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

দূরশিক্ষণে বি এড শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কিছুটা নূতনত্ব থাকিবে। এজন্য যেসব বই প্রকাশিত হইবে সেইসব বই-ই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করিবে। এই বিশেষ ধরনের বইয়ের নাম দেওয়া হইয়াছে 'মডিউল'। ইহার প্রথম চ্যাপ্টারে লেখা থাকিবে ঐ চ্যাপ্টারে কি কি জানিবার আছে। ইহার পরে বলা থাকিবে ঐসব বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কি জানে। ছাত্র কতটুকু সঠিক উত্তর দিতে পারিলেন তা বোঝা যাইবে পরবর্তী চ্যাপ্টারের দেওয়া উত্তরে। ইহাতে শিক্ষার্থীরা নিজেই মূল্যায়ন করিবেন নিজেদের। 'মডিউল' বই ছাড়াও প্রধানতঃ বাংলা ও ইংরেজীর সঠিক উচ্চারণ নির্ধারণের জন্য অতিরিক্ত ক্যাসেট বা যে কোন টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে ছাত্ররা উচ্চারণ নির্ভুলভাবে, লিখিতে পারিবে।

তাছাড়া প্রতিটি শিক্ষক প্রশিক্ষন মহাবিদ্যালয়ে মাসে একদিন টিউটোরিয়াল কোর্স হইবে।

পরীক্ষা গ্রহণ

দূরশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের দুই বছরের এই কোর্সকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ছয় মাসে একটি করিয়া সেমিষ্টার হইবে। প্রতিটি সেমিষ্টারের জন্য আলাদাভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতি সেমিষ্টারের জন্য এক সেট বই ও একটি করিয়া ক্যাসেট শিক্ষার্থীদের দেওয়া হইবে।

প্রতি সেমিষ্টারে ৪টি কমপালসারি, ৬টি ইলেকটিভও ১টি অপশনাল—মোট ১২টি বই থাকিবে। ইহার মধ্যে শিক্ষার্থীরা ইলেকটিভ হইতে দুইটি বই নির্বাচন করিবেন। একসেমিষ্টারের বই ও ক্যাসেট-এর দাম হইবে আনুমানিক একশত টাকা।

'দূরশিক্ষণ' পদ্ধতিতে ডাকযোগে পরীক্ষা লওয়া হইবে অনেকে এমন ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু উহা ঠিক নহে বলিয়া ডঃ ইসলাম জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা ঘরে বসিয়াই শিখিবে কিন্তু পরীক্ষা হইবে বিশেষ বিশেষ সেন্টারে। এই পরীক্ষার অবজেকটিভ ধরনের কয়েকশত প্রশ্নের উত্তর অতি স্বল্প সময়ে দিতে হইবে। খাতাও দেখা হইবে আধুনিক কম্পিউটার পদ্ধতিতে। খাতায় কোড নম্বর থাকিবে প্রতিটি ছাত্রের জন্য আলাদাভাবে। কম্পিউটারই চারবার দেওয়া পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া চূড়ান্ত ফলাফল দিবে। খাতা দেখিবার এই পদ্ধতি সর্বাধুনিক ব্যবস্থা। প্রচলিত পদ্ধতিতে পরীক্ষকভেদে যে নম্বরের তারতম্য হয় তার সম্ভাবনা থাকিবে না। শতকরা বিশ ভাগ নম্বর 'এসে' টাইপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হইবে। ইহাতে শিক্ষার্থীদের রচনাশৈলী বোঝা যাইবে।

প্রথম সেমিষ্টারে ফেল করিলে দ্বিতীয় সেমিষ্টারের সাথে একত্রে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইবে। তবে ইহাতে ফেল করিলে তৃতীয় সেমিষ্টারে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকিবে না।

এই পদ্ধতি বাংলাদেশে অভিনব

বাংলাদেশের এই ধরনের সম্পূর্ণ নূতন অভিনব একটি শিক্ষাদান পদ্ধতির অসুবিধার কথা জানিতে চাহিলে দূরশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের পরিচালক বলেন, অসুবিধা তো আছেই। সবাই প্রথমে ইহাকে আজগুবি চিন্তা ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে সবাই বুঝিতে পারিতেছেন যে, দুনিয়ার অনেক স্থানে এই পদ্ধতি সফল হইলে আমাদের দেশেও হইবে। জাতীয় স্বার্থে কম খরচে শিক্ষার এই ব্যবস্থাকে সফল করিবার জন্য সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ প্রশংসনীয় বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম, এ, রকিবের উদ্যোগে দূরশিক্ষণ সংক্রান্ত অডিন্যান্স পাস করাতে কাজের অনেক সুবিধা হইয়াছে। তাছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দেশ জুড়িয়া 'দূরশিক্ষণ' পদ্ধতির মাধ্যমে ডিগ্রী দিবে এটাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গৌরবজনক বলিয়া ডঃ ইসলাম মনে করেন।

পরবর্তী চিন্তা-ভাবনা

দূরশিক্ষণের পরবর্তী কোর্স কি হইতে পারে এই প্রসঙ্গে জানিতে চাহিলে ডঃ ইসলাম বলেন যে, পরবর্তীতে স্কুল ছাড়িয়া যাওয়া যে কোন বয়সের নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতীদের জন্য এস, এস, সি, পরীক্ষা ও ভকেশনাল ট্রেনিং-এর ফল ভাবা হইতেছে। আরো পরে সব ধরনের বিষয়ে ডিগ্রী, মাষ্টার ডিগ্রী, পিএইচডি ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে 'দূরশিক্ষণ' পদ্ধতিতে একটি পূর্ণাঙ্গ 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' পদ্ধতি দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।